

শংকরাচার্য জগৎকে মথিঁযা বলছেন কেন? সত্য়হিঁ কিঁ জগৎ মথিঁযা ??????

জগৎ মথিঁযা নয., অনতিঁয অর্থাৎ পরবির্তনশীল.....জগৎ অনতিঁয....
তাই মথিঁযা--ব্যাবহারিকিঁ দশায়, সত্য় কনিত্তু পারমার্থিকিঁ দশায়, মথিঁযা(অনতিঁয)

"ব্রহ্ম সত্য়ং জগন্মথিঁযা জীবো ব্রহ্মবৈ নাপরঃ ।
অননে বদেঁযং সচ্ছাস্ত্রম্ ইতিবিদোঁন্তডিঁ্ডমিঃ ।।
ঘটকুড্য়দকিঁং সর্বং মৃত্তকিঁমাত্রমবে চ ।
তদ্বদব্রহ্ম জগৎসর্বং ইতিবিদোঁন্তডিঁ্ডমিঃ ।।"

হ্যাঁ ব্রহ্ম সত্য় জগৎ মথিঁযা । এই পরদিঁশ্যমান জগতরে বাহ্যিকিঁ রূপটি অবশ্যই
মথিঁযা । ব্যাপারটি এইরকম-- মাটি সত্য় কনিত্তু মাটির তরৈঁ নরিঁদষ্টিঁ রূপ যমেন
হাঁডিঁ, কড়া... ইত্য়াদিমথিঁযা । অর্থাৎ ঐ নরিঁদষ্টিঁ রূপটিমথিঁযা বা অনতিঁয।-----
---সমুদ্ররে জলরাশিঁথেকেই উৎপন্ন টেঁ জল ছাড়া অন্য কছিঁ নয. । ঐ টেঁ কছিঁক্ষণ
পরে সেইঁ জলেই মশিঁযে যাবে ।

একইরকম ভাবে আমাদরে মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম বৃত্তরিঁ উদ্ভব হয়., সময়.
পরেযিঁে গলে সেইঁ বৃত্তরিঁ লয. হয়. ।
জগত ব্রহ্মরে ছায়া ছাড়া কছিঁই না।

দৃষ্টকিঁোন দুটো-১)ব্যবহারিকিঁ ২)পারমার্থিকিঁ
ব্যবহারিকিঁ দৃষ্টকিঁোন থেকে পরমার্থকে দেখো ও বিচার করতে স্বেয়ং শঙ্করাচার্যই
নযিঁধে করছেন।

মথিঁযা বলতে বদোঁন্তে পরবির্তনশীল অস্থায়ী অবস্থাকে বুঝায়। মথিঁযা বলতে জগৎ
নইঁ অদৃশ্য এমন নয়।

এইরকম বৃত্তিঁ গুলো ক্ষণস্থায়ী বা অনতিঁয কনিত্তু সাক্ষী চৈঁন্য সর্বদা স্থরিঁ ।
যোগস্থ সাধক সমাধিঁ পরে সাক্ষী চৈঁন্যরে আভাস পায়. ।

সনাতন দর্শন মতে, যা অনতিঁয, অর্থাৎ এখন আছে, কনিত্তু পরে থাকবনো, তাকেই
মথিঁযা বলা হয়েছোঁ। তাই যহেঁতে একমাত্র ঈশ্বরই নতিঁয, অর্থাৎ শাশ্বত, যনিঁ
পূর্বে ছিলেঁ, এখনও আছেঁ এবং ভবিষ্যতেও কেবল তনিঁই থাকবনে, তাই একমাত্র
ঈশ্বরই সত্য়, নতিঁয, শাশ্বত। বাকিঁ সবকছিঁই অনতিঁয, মথিঁযা।
যা আগে ছিলনা, পরেও থাকবে না, মাঝ খানে কছিঁ সময়রে জন্ম থাকে তাই মথিঁযা।
মথিঁযা অর্থে পরবির্তনশীল। এই জগৎ এর সমস্ত কছিঁই মথিঁযা। মথিঁযা সব কছিঁ সৎ
এর কাছ থেকেই তার অস্ততিঁব পায়।

এখানে জ গত অর্থাৎ যা জন্মায় এবং গত হয়., যহেঁতে আমাদরে দৃশ্যমান সমস্ত
কছিঁই উৎপত্তিঁ স্থিতিঁ এবং বনাঁশীল তাই তনিঁ একথা বলেঁনে।